এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

ডিস্ট্রিক্ট রিফ্রেক্টিভ এরর এন্ড আই কেয়ার সার্চ এন্ড ট্রিট ইনিশিয়েটিভ(দৃষ্টি)
District Refractive Error and Eyecare Search and Treat Initiative (DRESTI)

০১ জুন ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১

ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল

ঠিকানা ঃ
ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল
১৯৩ সেহড়া ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ-২২০০, বাংলাদেশ।
টেলিফোন নং- +৮৮০-৯১-৬৬৯৮২, ৬৭১৮০, ৬৩৫২২
মোবাইল নং- +৮৮-০১৭ ১১ ১০৩০৬৩, +৮৮-০১৭ ১৩ ০৩৯৮৮১
ই-মেইল ঃ bnsbmym@gmail.com

এফডি-৬
বৈদেশিক সাহায্যতাপুষ্ট প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

[এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণকরা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সুতনী এম.জে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে। ৯ সেট এফডি-৬ এর সাথে সিডিতে ৩ সেট এফডি-৬ দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্বের কারণ হবে]

১. এনজিও'র নাম ও ঠিকানা ঃ **ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল**
১৯৩ সেহড়া ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ।

টেলিফোন নং- +৮৮০-৯১-৬৬৯৮২, ৬৭১৮০, ফ্যাক্স নং- +৮৮০-৯১-৬৩৫২২

ই-মেইলঃ bnsbmym@gmail.com

২. প্রকল্পের নাম ঃ ডিস্ট্রিক্ট রিফ্রেক্টিভ এরর এন্ড আই কেয়ার সার্চ এন্ড ট্রিট ইনিশিয়েটিভ (দৃষ্টি)
District Refractive Error and Eyecare Search and Treat Initiative (DRESTI)

৩. প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ০৭ (সাত) মাস (১ জুন ২০২১ খ্রীঃ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রীঃ)

ক. শুরুর তারিখ ঃ ০১ জুন ২০২১ খ্রীঃ

খ. সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রীঃ

৪. **প্রকল্প এলাকা** ঃ

ক্র.নং	জেলা	উপজেলা/থানা
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতি, শ্রীবর্দী, শেরপুর সদর ও নকলা।

৫. **প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার ঠিকানা ঃ**

(ক) **প্রাক্কলিত ব্যয়** ঃ টাকা ঃ ১,৯০৬,০৮০/-

(হাজার টাকায়)

ক্র. নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ-২০২১ (১ জুন -২০২১ খ্রীঃ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রীঃ)	মোট টাকা
১	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	০	০
২	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান (টাকা)	১,৯০৬,০৮০/-	১,৯০৬.০৮০
৩	স্থানীয় অনুদান	০	০
	সর্বমোট টাকা ঃ	১,৯০৬,০৮০/-	১,৯০৬.০৮০
৪	বিদেশী মুদ্রায় (ইউএস ডলার)	$ ২২,৮৯০	২২.৮৯০ (ইউএস ডলার)

(খ) ১. দাতা সংস্থার নাম ঃ Orbis International

২. দাতা সংস্থার ঠিকানা ঃ অরবিস ইন্টারন্যাশনাল - বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
এসপ্রিট, এপার্টমেন্ট নং- এ-৪, প্লট নং-২৪, রোড নং-১৩০, গুলশান - ১, ঢাকা-১২১২

৩. ফোন ঃ +৮৮ ০২ ২২২২৯৮০৩৩, ০২ ২২২২৬০০৫০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮ ০২ ২২২২৮৪৭০২ ই-মেইল ঃ info@orbis.org
ওয়েবসাইট ঃ www.orbis.org

৬. **বিস্তারিত প্রকল্প ঃ**

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) ঃ

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ প্রায় ১৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি উন্নয়নশীল দেশ। ২০১১ সালে আনুমানিক জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.৫ শতাংশ ((Statistical Pocketbook 2011, BBS)। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। যার প্রায় ৭৭ শতাংশ জনসংখ্যা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৪ সালের তথ্যানুযায়ী উক্ত জনসংখ্যার মাথাপিছু সম্মিলিত জাতীয় আয় ১,১৮০ ডলার এবং মোট জন সংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। (সূত্রঃ বিশ্ব ব্যাংকের বৈশ্বিক উন্নয়ণ প্রতিবেদন-২০১০)। ১৫ বছরের উপরে শিক্ষার হার ৫৬ শতাংশ। (সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য-২০০২)।

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

বিভিন্ন প্রকার নির্দেশক থেকে প্রমানিত হয় যে, এদেশের জনগণের স্বাস্থ্যগত অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুমিত জন্মকালীণ প্রত্যাশিত আয়ু ছিল ৭১-৭৫ বছর ((CIA World Fact book).)। ২০১৫ সালের অনুমিত অনূর্ধ পাঁচ বছরের শিশুর মৃত্যু হার ছিল প্রতি হাজারে ৩৮ ((UNICEF website).)। বেসরকারী সাহায্য সংস্থা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকার হচ্ছে একটি বড় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী ভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০০১ সালের অনুমিত স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা জনপ্রতি ১২ ডলার তখন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে জনপ্রতি সরকারী ব্যয় ছিল প্রায় ৩ ডলার ((World Bank, World)।

বাংলাদেশের জনগনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অসচ্ছলতাজনিত কারণে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ শাক, পাতা, কচু, ঘেচু তথা অবৈজ্ঞানিক, অপুষ্টিকর ও অসম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশজনিত কারণে অসুখ বিসুখ জ্বরা ব্যাধি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্য সঙ্গী। অথচ আনুপাতিকহারে গ্রামে চিকিৎসা অপ্রতুল এবং চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা আরও করুণ। এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির রোগ ব্যাধি ও অবহেলার কারণে বাংলাদেশে অন্ধত্বের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অন্ধত্ব বিশ্বব্যাপী মানব জাতির জন্য একটি স্পর্শকাতর সামাজিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে দেখা যায় যে, বিশ্বের ৯০শতাংশ দৃষ্টিহীন মানুষ বাংলাদেশের মত উন্নয়ণশীল দেশসমূহে বসবাস করে (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011)| ফলে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও চক্ষুরোগ তথা অন্ধত্বের হার অত্যন্ত প্রকট। আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে অন্ধত্বের এ প্রাদুর্ভাব একটি অতিরিক্ত বোঝা । দিন দিন এই সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। তবে আশার কথা যে, সঠিক কর্ম পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ এবং উপযুক্ত চিকিৎসা সেবায় শতকরা ৮০ ভাগ অন্ধত্ব প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পর্যাপ্ত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষিত চক্ষু পরিচর্যা কর্মী এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে চক্ষু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২০০৫ সালে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ, অরবিস ইন্টারন্যাশনাল ও সাইট সেভারস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সারাদেশব্যাপী জাতীয় চক্ষু সেবা দক্ষতা যাচাই এর এক জরীপে দেখা যায় যে, দেশের প্রায় ১৪১টি হাসপাতাল চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী, ৪০ ভাগ বিভিন্ন এনজিও সংগঠন এবং ১০ ভাগ প্রাইভেট বা ব্যাক্তিমালিকানাধীন ভাবে পরিচালিত। বাংলাদেশে মাত্র ১,০০০ জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং ৯৫০ জন চক্ষু বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফথালমিক এসিসস্টেন্ট রয়েছে (National Eye Care Plan, Bangladesh) যা বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অন্ধত্বের এহেন জটিল ও সংকটাপন্ন সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার প্রয়াসে বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতি (বিএনএসবি) তার বিভিন্ন সহযোগী Andheri-Hilfe Bonn, Germany, Sight Savers International, ORBIS International এর সদয় সহযোগিতায় ১৯৭২ সাল থেকে এদেশে অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও সেবাদানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সরকার অন্ধত্বকে একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যার প্রেক্ষিতে এ সমস্যাকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা ব্লাইন্ড সংক্ষেপে বিএনসিবি গঠন করা হয়; যাতে করে দেশের মানুষের অন্ধত্ব প্রতিরোধ এবং প্রতিকার করা যায়। এ লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ সকল দেশের দৃষ্টিহীনদের সমস্যা সমাধানকল্পে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কাজ করছে তাদের একটি আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের নাম "ভিশন-২০২০"- দৃষ্টি সবার অধিকার। অন্ধত্ব নিবারণে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, সম্পদ সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে মিলে জাতীয় অন্ধত্ব নিবারণ কর্মসূচী গড়ে তোলাই এ উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ ভিশন ২০২০ "বৈশ্বিক উদ্যোগে ২০০০ সালে স্বাক্ষরকারী স্বল্প সংখ্যক দেশ সমূহের মধ্যে একটি। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৩ সালে ৫৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সভায় " ভিশন ২০২০ - দৃষ্টি সবার অধিকার" মূল সনদে স্বাক্ষর করে এবং এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন এনজিও এবং প্রাইভেট চক্ষু সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শক্তিশালী করণ যা জাতীয় চক্ষু স্বাস্থ্যনীতির মূল চাবিকাঠি।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলদেশ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দ্যা ব্লাইন্ড এর মাধমে ন্যাশনাল আই কেয়ার,
আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহ পারস্পরিক নিবিড় সমন্বয় সাধন পূর্বক সমাজ থেকে নিরময়যোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচী গুলির মধ্যে অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম শক্তিশালী করণ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড (বিএনএসবি) আন্ধেরী হিলফে বন, জার্মানী এর সহায়তায় ১৯৭২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর ধরে এ পর্যন্ত অন্ধত্ব নিরসনে বাংলাদেশ থেকে অন্ধত্ব নিবারণ ও নিরাময় কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালের ১ লা জানুয়ারী থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ) প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ জনগণের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যা বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় ১২শতাংশ।

এখানে উল্লেখ্য যে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষের নিয়মিত চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা সেবা প্রদানের জন্য এটিই একমাত্র বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতাল। এই হাসপাতালটি বর্তমানে অন্ধত্ব প্রতিরোধ, প্রতিকার, দূরীকরণ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের পূণর্বাসন, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে গরীব রোগীদের সেবা প্রদান আসছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি চক্ষু রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিনিয়তই হাসপাতালে চক্ষুরোগ সমস্যাগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হাসপাতালের পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতার কারণে ময়মনসিংহ ও আশপাশের জেলার ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপক চাহিদা মিটানো অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল ইতিমধ্যে উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু পরিচর্যা সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ০৮টি প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা কেন্দ্র (পিইসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়াও হাসপাতালের প্রারম্ভিক সময় থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সেবাগুলি প্রদান করা হয়েছে।

- প্রায় ২০ লক্ষ চক্ষু রোগীকে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে ৬২ হাজার ৩০০ শত এর বেশী রোগীর চক্ষুছানি সহ বিভিন্ন অপারেশন করা হয়েছে।

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

- প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সহস্রাধিক চক্ষু শিবির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৫,০০০ হাজার চক্ষু রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬৭,৭০০ হাজার রোগীর বিনামূল্যে চক্ষু ছানি অপারেশন করা হয়েছে।
- প্রায় ১,২৪১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫ লক্ষ ৫৫,৪০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, এবং বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক সমন্বিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের চক্ষু স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১,৪১,৪০৮ জন শিশু-কিশোর-কিশোরীকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করাসহ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চশমা প্রদান করা হয়েছে।
- অনুর্ধ ১৬ বছর বয়সের প্রায় ৩,৮৫২ জন শিশুকে বিনামূল্যে এবং স্বল্পমূল্যে চোখের ছানি ও ট্যারা চোখ অপারেশন করে তাদের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করা হয়েছে।
- প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা গুলো মাধ্যমে প্রায় ১৬৪,২৫৭ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ৫,৩৩৭ জন রোগীর চক্ষু ছানি ও অন্যান্য অপারেশন করা হয়েছে।

উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও এই বৃহত্তর অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২,০২৫ জন শিক্ষককে ডেমোনস্ট্রেশন এবং বিভিন্ন এনজিওতে কর্মরত প্রায় ১,৬৬৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রাথমিক চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে আরও বহুবিধ চিকিৎসা সেবা পরিচালনা করছে। এছাড়া প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের জনগণের দোরগোড়ায় আরও অধিক পরিমাণে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় তারই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রণয়নকৃত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার ০৫ টি উপজেলার জনগনকে অত্র হাসপাতালে ও ভিশন সেন্টারে চক্ষু চিকিৎসা ও সেবাদান। প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় শিশু, কিশোর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকে সমন্বিত ভাবে স্বল্প বিনামূল্যে ও স্বল্প ব্যয়ে গুনগত ও মানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসা প্রদান। প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও এমএলওপি-দের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের সহায়তায় হাসপাতালের বিদ্যমান চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকে আরও গতিশীল ও সম্প্রসারিত করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা। তাছাড়া নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকল্প এলাকার জনগনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গৃহিত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা হবে।

(ক) ভিশন সেন্টারে আগত অত্যন্ত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চক্ষু রোগীদেরকে বিনা খরচে/স্বল্প খরচের মাধ্যমে সঠিক চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান।

(খ) প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবক ও জনগনের সহযোগিতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় ব্যাপক ভিত্তিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা সেবা প্রদান।

(গ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও অন্যান্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন পূর্বক তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে চক্ষু রোগী চিহ্নিত করার বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হবে যাতে তাদের কর্ম এলাকায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠির চক্ষু রোগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য সেবা কেন্দ্রে রেফার্ড করতে পারেন।

বর্তমানে অরবিস ইন্টান্যাশনাল-এর সহায়তায় ডাঃ কে.জামান বিএনএসবি চক্ষু হসপাতাল District Refractive Error and Eyecare Search and Treat Initiative (DRESTI) প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। অরবিস বাংলাদেশের এই প্রকল্পটি ময়মনসিংহ বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল এবং জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট এবং হাসপাতাল (NIO&H), চক্ষু সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও চক্ষু সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবিদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনায় নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করবে যাতে দেশের বর্তমান চক্ষু সেবা আরও জোরদার করা যায়। এজন্যে অরবিস উন্নত প্রযুক্তি, গুনগত মান উন্নয়ন, কার্যকর মনিটরিং, চাহিদা ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সঠিক অর্থায়ন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানসম্মত চক্ষুসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কাজ করবে। এক্ষেত্রে গরীব ধনী নির্বিশেষে মান সম্পন্ন চক্ষু সেবা যাতে জনগন পেতে পারে তার জন্য সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থার সাথেও কারিগরি সহায়তাসহ সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

খ. **প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথা- এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা ঃ**
অন্ধত্ব বিশ্বব্যাপী মানব জাতির জন্য একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্যমতে পৃথিবীতে প্রায় ৩৯ মিলিয়ন মানুষ অন্ধত্বের শিকার (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011) । এছাড়াও ২৪৫ মিলিয়ন মানুষ মধ্যম থেকে মারাত্মক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (WHO Fact sheet No. 282, Visual Impairment and Blindness. Update April 2011) । বিশ্বে প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে ০১ জন করে ব্যক্তি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মিনিটে ১ জন শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে (The Fred Hollows Foundation NZ, Module-5 Global Blindness Statistics)। এদের ৯০ শতাংশের বাস বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে।

বাংলাদেশে জাতীয় অন্ধত্ব ও ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ ২০০০ অনুযায়ী বয়স অনুপাতে অন্ধত্বের প্রার্দুভাব ১.৫ শতাংশ। ৮০ শতাংশ অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানিজনিত রোগ। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (National Eye Care Plan,Bangladesh) যে,

- **বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার অন্ধ লোক রয়েছে যাদের বয়স ৩০ বা তার উর্ধ্বে এবং প্রতিবছরই এই সংখ্যার সাথে নতুন করে আরও ৬০ হাজার করে যোগ হচ্ছে।**
- **৩৩ লাখ বয়স্ক মানুষ অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি বয়ে বেড়াচ্ছেন।**
- **১৩ লাখ শিশু অসংশোদিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিতে ভোগছে।**
- **অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানি এবং ছানির কারণে অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষ, যা মোট অন্ধত্বের প্রায় ৮০%।**

বাংলাদেশে অন্ধত্বের অনেকগুলো রোগের কারণের মধ্যে ৫টি রোগ অন্ধত্বের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারমধ্যে ছানি রোগ, শিশু অন্ধত্ব, ক্ষীণদৃষ্টি (রিফ্র্যাকটিভ এ্যারর), ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি ও গ্লুকোমা।

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

উক্ত প্রকল্পটি বাংলাদেশ জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনা (Operational Plan, NEC 2016 to 2021), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর কর্মসূচী (HPNDSP) সহস্রাব্দ লক্ষ্য সমূহ (MDGs) এবং সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়েছে।

২০০০ সালে পরিচালিত জাতীয় অন্ধত্ব এবং ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ এর তথ্যমতে বাংলাদেশে শিশু অন্ধত্বের হার প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ০.৭৫ জন। সে অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার অন্ধ শিশু রয়েছে। শিশু অন্ধত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে ছানি রোগ এবং বাংলাদেশে প্রায় ১২ হাজার শিশু ছানি রোগের কারণে দৃষ্টিহীন আছে, যা ছানি অপারেশনের মাধ্যমে দুর করা সম্ভব।

প্রকল্পটি জাতীয় বাংলাদেশ সরকারের এনএসএপিআর-২ ও রূপকল্প-২০২১ সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যৌক্তিক যোগসাজস সাপেক্ষে প্রণয়ন করা রয়েছে। যা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচেষ্ঠার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজে করবে এবং দেশ থেকে দারিদ্রতা হ্রাস করে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবে যেমনটি বলা হয়েছে ২য় জাতীয় কৌশল "ভিশন-২০২১" (সংশোধিত)।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়ণশীল দেশ। ফলে অপরিণত শিশুদের প্রায় ১১ থেকে ২০ শতাংশ শিশু এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে ঢাকা এর বাহিরে এ রোগের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়নেও অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিহারযোগ্য অন্ধত্ব নির্মূল, এবং সবার জন্য চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ অর্জনের পরিপূরক। বাংলাদেশ সরকার চক্ষু সেবায় সরকারী, এনজিও ও বেসরকারী সংস্থার অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সম্পদ যোগানের মাধ্যমে লক্ষ্যগুলি অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাছাড়া, জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনা (NEC) যা "ভিশন : ২০২০" বাস্ড়বায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছে। উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়, চক্ষু সেবায় নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর দি ব্লাইন্ড (BNCB) নির্দেশনায় একযোগে কাজ করছে। বর্তমানে বাস্তবায়িত সরকারের NEC পরিকল্পনাটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের প্রণীত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচী যা বর্তমানে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা পুষ্ট উন্নয়ন সেক্টর কর্মসূচীতে (HPNDSP) অন্তভূক্ত হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পটি বাংলাদেশ জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনা (Operational Plan, NEC 2016 to 2021), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর কর্মসূচী (HPNDSP) সহস্রাব্দ লক্ষ্য সমূহ (MDGs) এবং সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনায় (NEC Plan) পরিহার যোগ্য অন্ধত্বের নিয়ন্ত্রনের জন্য যে দিকগুলো বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো ও কারীগরী উন্নয়ন, চক্ষু রোগের বোঝা কমানো, অংশীদারীত্ব ও সমন্বয়ের উন্নতি এবং নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে এডভোকেসী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে অন্ধত্ব হ্রাস ও পরিহাযোগ্য অন্ধত্ব নিবারণ এবং দরিদ্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্ধত্বের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন ও তাদেরকে অন্ধত্বের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করতে Bangladesh National Eye Care Plan এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Action Plan for the Prevention of Avoidable Blindness and Visual Impairment, 2009-2013 এবং VISION 2020-The Righ to Sight এর উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকারের এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৩ ও ১০ এর সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত। এই প্রকল্প মানসম্মত ডায়াবেটিক জনিত চক্ষুসেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত জনস্বাস্থ্য ও তার ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে যা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৩ অর্জনে সহায়তা করবে।

খ. ২. টেকসই উন্নয়নের অভিষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সম্পৃক্ততা ঃ

গোল	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
২ ৩ ৪ ৫	৩.৪ ৩.৮ ৩.খ.২ ৩.খ.৩ ৩.গ	১,৯০৬,০৮০/-	প্রণয়নকৃত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের শেরপুর জেলার জনগনকে ভিশন সেন্টারের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসা ও সেবাদান। প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় শিশু, কিশোর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকে সমন্বিত ভাবে স্বল্প ব্যয়ে গুনগত ও মানসম্পন্ন চক্ষু চিকিৎসা প্রদান। প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা ও পরিচর্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা যথা- এনএসএপিআর-২ ও রূপকল্প-২০২১ সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যৌক্তিক যোগসাজস সাপেক্ষে প্রণয়ন করা রয়েছে। যা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রচেষ্ঠার সম্পূরক শক্তি হিসাবে কাজে করবে এবং দেশ থেকে দারিদ্রতা হ্রাস করে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করবে যেমনটি বলা হয়েছে ২য় জাতীয় কৌশল "ভিশন-২০২১" (সংশোধিত)। বয়স্ক ও শিশুর অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির কারণে যারা কর্মহীন হয়ে রয়েছে দৃষ্টিশক্তি সংশোধণের মাধ্যমে তাদেরকে পূণরায় কর্মক্ষম করে তোলা এবং নিজ নিজ কর্মস্থলে উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পারবে। ফলে দারিদ্রতা হ্রাস শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে ১৫ ভাগে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে এবং শিশুদের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সুস্থ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে যেমনটি রূপকল্পে বলা হয়েছে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি খানা স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি সহায়ক হবে।	

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

গ. উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

এই প্রকল্পের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

(ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মরত সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদেরকে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

(খ) প্রকল্প এলাকার সম্মূখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান।

(গ) প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে **" শিশু চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং)"**এর মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে সংশোধন করা সহ অন্যান্য চক্ষু রোগ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং অত্যন্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং চশমা বিতরণ করা ।

(ঘ) প্রকল্প এলাকায় প্রাপ্ত বয়স্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে সংশোধন করার মাধ্যমে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে গতিশীল করা এবং সংশোধিত দৃষ্টি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চশমা ও ঔষধ প্রদান করা।

(ঙ) আউটরীচ ও ভিশন সেন্টার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগনের দোরগোড়ায় চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় *(SMART)* নির্ধারণ করুন।পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট ***SMART*** করা অত্যন্ত জরুরী)ঃ

০১ জুন ২০২১ হতে ডিসেম্বর ৩১, ২০২১ এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

ক্র.নং	কার্যক্রমের নাম	পরিমান		অর্জনযোগ্য যথার্থতা
		১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ (সাত মাস)	সর্বমোট	
১	প্রকল্প এলাকায় কর্মরত সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদেরকে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষিণ প্রদান।	১০ জন	১০ জন	সমাজভিত্তিক ১০ জন চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষিণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।
২	প্রকল্প এলাকার ০৩ (তিন) টি ইউনিয়নের সম্মূখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী (সিএইচসিপি,সিএইচডব্লিউ), শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান।	৯০ জন	৯০ জন	৯০ জন সম্মূখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী (সিএইচসিপি,সিএইচডব্লিউ), শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্ত হয়ে এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্যাদি সঠিকভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চক্ষু চিকিৎসাসেবাকেন্দ্রে রোগীদেরকে রেফার্ড করতে পারবেন।
৩	**" শিশু চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং)"** কার্যক্রমের এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত শিশু, কিশোর-কিশোরীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (রিফ্রাকশন) করে সংশোধন করাসহ অন্যান্য চক্ষুরোগ চিহ্নিত করা হবে।	১২,০০০ জন	১২,০০০ জন	১২,০০০ জন শিশু, কিশোর-কিশোরীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (রিফ্রাকশন)করে তাদের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি সমস্যা সমাধানসহ অন্যান্য চক্ষুরোগ থেকে মুক্ত থাকবে।
৪	আউটরীচ ও ভিশন সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে স্ক্রীনিংকৃত রোগীদের মধ্যে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকতর দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পরিক্ষানিরীক্ষা করা হবে।	১১,০০০ জন	১১,০০০ জন	১১,০০০ জন রোগীকে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে অধিকতর দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পরিক্ষানিরীক্ষা করা হবে। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হবে।
৫	আউটরীচ ভিশন সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জনগণের চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং) করে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি সংশোধন করা হবে এবং অত্যন্ত দরিদ্র রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা।	২,০০০ জন	২,০০০ জন	আউটরীচ ও ভিশন সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার অত্যন্ত দরিদ্র ২,০০০ জন চক্ষু রোগীকে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে সংশোধিত দৃষ্টিশক্তির পরিমাপ অনুযায়ী বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে।
৬	ভিশন সেন্টার / কমিউনিটি পর্যায়ে রিফ্রেকশনের মাধ্যমে বাছাইকৃত দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্ত শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের মধ্যে চশমা সরবরাহ।	১,০০০ জন	১,০০০ জন	ভিশন সেন্টার / কমিউনিটি পর্যায়ে রিফ্রেকশনের মাধ্যমে বাছাইকৃত দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্ত ১,০০০ জন শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের মধ্যে চশমা সরবরাহ হবে।

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

৭	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে ডিজিটাল প্লাটফরম কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস চালুকরণ।	৪০টি	৪০টি	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারী২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে ডিজিটাল প্লাটফরম কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস চালু রাখা হবে।
৮	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে ভিশন সেন্টার গুলির রোগীদেরকে টেলিকনসালটেশন প্রদান।	২,০০০ জন	২,০০০ জন	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারী২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে ভিশন সেন্টার গুলির রোগীদেরকে টেলিকনসালটেশন প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হবে।
৯	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত অফথালমিক টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভিশন সেন্টার ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাবদ প্রদান।	৭ মাস	৭ মাস	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারী২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত অফথালমিক টেকনিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে ভিশনসেন্টার ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট) ব্যয় বাবদ প্রদান করা হবে।
১০	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলির পরিচালনা খরচ (রানিং কস্ট) প্রদান।	৭ মাস	৭ মাস	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারী২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলির পরিচালনা খরচ (রানিং কস্ট) হিসাবে প্রদান করা হবে।
১১	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকী (মনিটরিং) ব্যয়।	৭ মাস	৭ মাস	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ জানুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকী (মনিটরিং) ব্যয় হিসাবে প্রদান করা হবে।

ঙ. **প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুণ) ঃ**

১ জুন ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ (সাত মাস) এর মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত প্রত্যাশিত ফল/লক্ষমাত্রা অর্জন করা হবে।

(ক) ১০ জন সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ধারণা সহজসাধ্য হবে।

(খ) প্রকল্প এলাকার ০৩ (তিন) টি ইউনিয়নের ৯০ জন সম্মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হবে। ফলে তাদের মাধ্যমে এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সেবা প্রাপ্তি স্থান অবহিত হবে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চক্ষু চিকিৎসাসেবাকেন্দ্রে চক্ষু সমস্যাগ্রস্ত রোগীদেরকে রেফার্ড করতে পারবেন।

(গ) **"শিশু চক্ষু স্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং)"** কার্যক্রমের এর আওতায় প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত ১২,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (রিফ্রাকশন)করে তাদের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করা হবে। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি সমস্যা সমাধানসহ অন্যান্য চক্ষুরোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা সহজ হবে এবং বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য চক্ষু চিকিৎসা হাসপাতাল/কেন্দ্রে রেফার্ড করা হবে। তাছাড়াও শিশু, কিশোর-কিশোরীদেরকে স্ক্রিনিং করে চিকিৎসা ও (মেডিকেল ও অপটিকেল) সহায়তার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করা সম্ভব হবে, ফলে অন্ধত্বের হাত থেকে রেহাই পাবে।

(ঘ) আউটরীচ কার্যক্রমের আওতায় রিফ্রাকশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত রোগীদের মধ্যে অধিকতর দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানকল্পে ১১,০০০ জন রোগীকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পরিক্ষানিরীক্ষা দৃষ্টিশক্তি সংশোধনের জন্য সহায়তা করা হবে।

(চ) আউটরীচ কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার অত্যন্ত দরিদ্র ২,০০০ জন চক্ষু রোগীকে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে সংশোধিত দৃষ্টিশক্তির পরিমাপ অনুযায়ী বিনামূল্যে চশমা ও ঔষধ প্রদান করা হবে।

(চ) ভিশন সেন্টার/কমিউনিটি পর্যায়ে রিফ্রেকশনের মাধ্যমে বাছাইকৃত দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্ত ১,০০০ জন শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের মধ্যে চশমা সরবরাহ হবে।

(ছ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে ডিজিটাল প্লাটফরম কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস চালু রাখা হবে।

(জ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে ভিশন সেন্টার গুলির রোগীদেরকে টেলিকনসালটেশন প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হবে, ফলে তাদের দৃষ্টি সমস্যাসহ চোখের অন্যান্য সমস্যা অতিসহজেই সমাধান হবে।

(ঝ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত অফথালমিক টেকনিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীদেরকে ভিশনসেন্টার ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট) ব্যয় বাবদ প্রদান করা হবে।

(ঞ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলির পরিচালনা খরচ (রানিং কস্ট) হিসাবে প্রদান করা হবে।

(ট) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকী (মনিটরিং) ব্যয় হিসাবে প্রদান করা হবে।

DR. M. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

চ. প্রধান কার্যক্রম সমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ ঃ

ক্র.নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সর্বমোট	উপকার ভোগীর সংখ্যা	সর্বমোট	অর্জন যোগ্য লক্ষমাত্রা
		০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসে: ২০২১		০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসে: ২০২১		
১	সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদেরকে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	৭০,০০০	৭০,০০০	১০ জন	১০ জন	সমাজভিত্তিক ১০ জন চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষিণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।
২	প্রকল্প এলাকার সম্মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান।	৪৫,০০০	৪৫,০০০	৯০ জন	৯০ জন	৯০ জন সম্মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রাপ্ত হয়ে এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্যাদি সঠিকভাবে পৌঁছাতে সক্ষম হবে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চক্ষু চিকিৎসাসেবাকেন্দ্রে রোগীদেরকে রেফার্ড করতে পারবেন।
৩	" শিশু চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং)" কার্যক্রমের এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত শিশু, কিশোর-কিশোরীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (রিফ্রাকশন) করে সংশোধন করাসহ অন্যান্য চক্ষুরোগ চিহ্নিত করা হবে।	৪৮০,০০০	৪৮০,০০০	১২,০০০ জন	১২,০০০ জন	১২,০০০ জন শিশু, কিশোর-কিশোরীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (রিফ্রাকশন)করে তাদের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি সমস্যা সমাধানসহ অন্যান্য চক্ষুরোগ থেকে মুক্ত থাকবে।
৪	ভিশন সেন্টার ও আউটরীচ কার্যক্রমের আওতায় স্ক্রীনিংকৃত রোগীদের মধ্যে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকতর দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পরিক্ষানিরীক্ষা করা।	৩০০,০০০	৩০০,০০০	১১,০০০ জন	১১,০০০ জন	১১,০০০ জন রোগীকে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে অধিকতর দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পরিক্ষানিরীক্ষা করা হবে। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হবে।
৫	আউটরীচ কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জনগণের চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং) করে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি সংশোধন করা হবে এবং অত্যন্ত দরিদ্র রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে।	২৪০,০০০	২৪০,০০০	২,০০০ জন	২,০০০ জন	রিফ্রাকশনের মাধ্যমে অত্যন্ত দরিদ্র ২,০০০ জন রোগীর দৃষ্টি সংশোধন করে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হবে। ফলে তারা স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে
৬	ভিশন সেন্টার/কমিউনিটি পর্যায়ে রিফ্রেকশনের মাধ্যমে বাছাইকৃত দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্ত শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের মধ্যে চশমা সরবরাহ।	৩৫০,০৮০	৩৫০,০৮০	১,০০০ জন	১,০০০ জন	ভিশন সেন্টার/কমিউনিটি পর্যায়ে রিফ্রেকশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি সংশোধন করে ১,০০০ জন শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের মধ্যে চশমা সরবরাহ করা হবে। ফলে তাদের সাভাবিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীলতা দৃঢ় হবে।
৭	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে ডিজিটাল প্লাটফরম কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস চালুকরণ।	৮০,০০০	৮০,০০০	৪০ টি	৪০ টি	০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ভিশন সেন্টার গুলিতে ডিজিটাল প্লাটফরম কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ইন্টারনেট ৪০টি ইউনিট সার্ভিস চালু রাখা হবে।
৮	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে ভিশন সেন্টার গুলির রোগীদেরকে টেলিকনসালটেশন প্রদান।	৬০,০০০	৬০,০০০	২,০০০ জন	২,০০০ জন	০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বেইস হাসপাতাল থেকে ভিশন সেন্টার গুলির রোগীদেরকে টেলিকনসালটেশন প্রদান করা হবে। ফলে তাদের দৃষ্টি সমস্যাসহ চোখের অন্যান্য সমস্যা অতিসহজেই সমাধান হবে।*

DR. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

৯	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত অফথালমিক টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভিশন সেন্টার ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাবদ প্রদান।	১৫০,০০০	১৫০,০০০	০৭ মাস	০৭ মাস	০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ভিশন সেন্টার গুলিতে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত অফথালমিক টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রদান করা হবে।
১০	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলির পরিচালনা খরচ (রানিং কস্ট) প্রদান।	৯৬,০০০	৯৬,০০০	০৭ মাস	০৭ মাস	০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ভিশন সেন্টার গুলির পরিচালনা খরচ (রানিং কস্ট) প্রদান করা হবে।
১১	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকী (মনিটরিং) ব্যয়।	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৭ মাস	৭ মাস	০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বেইস হাসপাতাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকী (মনিটরিং) করা হবে।
	সর্বমোট ঃ	**১,৯০৬,০৮০**	**১,৯০৬,০৮০**			

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুণ। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ.কে.এম. রফিক হাসনাত

পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক

তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

BR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে) ঃ

ক্র. নং	জেলা	উপজেলা/থানা	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	কর্মকান্ডসমূহ	পরিমান/ টার্গেট	বরাদ্দ	সময়সীমা
১	শেরপুর	শেরপুর সদর, নকলা, নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতি এবং শ্রীবর্দী উপজেলা। (০৫টি উপজেলা)	সকল ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড সমূহ	সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদেরকে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	১০ জন	১,৯০৬,০৮০/-	০১ জুন ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১
				প্রকল্প এলাকার সম্মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান।	৯০ জন		
				" শিশু চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং)" কার্যক্রমের এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত শিশু, কিশোর-কিশোরীর দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা (রিফ্রাকশন) করে সংশোধন করাসহ অন্যান্য চক্ষুরোগ চিহ্নিত করা হবে।	১২,০০০ জন		
				আউটরীচ কার্যক্রমের আওতায় স্ক্রীনিংকৃত রোগীদের মধ্যে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকতর দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও পরিক্ষানিরীক্ষা করা।	১০০ জন		
				আউটরীচ ও ভিশন সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জনগণের চক্ষুস্বাস্থ্য পরীক্ষা (স্ক্রীনিং) করে রিফ্রাকশনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি সংশোধন করা হবে এবং অত্যন্ত দরিদ্র রোগীদেরকে বিনামূল্যে চশমা ও ঔষধ প্রদান করা।	২,০০০ জন		
				ভিশন সেন্টার/কমিউনিটি পর্যায়ে রিফ্রেকশনের মাধ্যমে বাছাইকৃত দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্ত শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের মধ্যে চশমা সরবরাহ।	১,০০০ জন		
				প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে ডিজিটাল প্লাটফরম কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস চালুকরণ।	৪০ টি		
				প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে ভিশন সেন্টার গুলির রোগীদেরকে টেলিকনসালটেশন প্রদান।	২,০০০ জন		
				প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলিতে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবা কাজে নিয়োজিত অফথালমিক টেকনিয়ান ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভিশন সেন্টার ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাবদ প্রদান।	৭ মাস		
				প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) ভিশন সেন্টার গুলির পরিচালনা খরচ (রানিং কস্ট) প্রদান।	৭ মাস		
				প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) বেইস হাসপাতাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম তদারকী (মনিটরিং) ব্যয়।	৭ মাস		
				সর্বমোটঃ		১,৯০৬,০৮০/-	

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

৮. প্রকল্প ব্যবস্থপনা ঃ

প্রজেক্ট অর্গানোগ্রাম

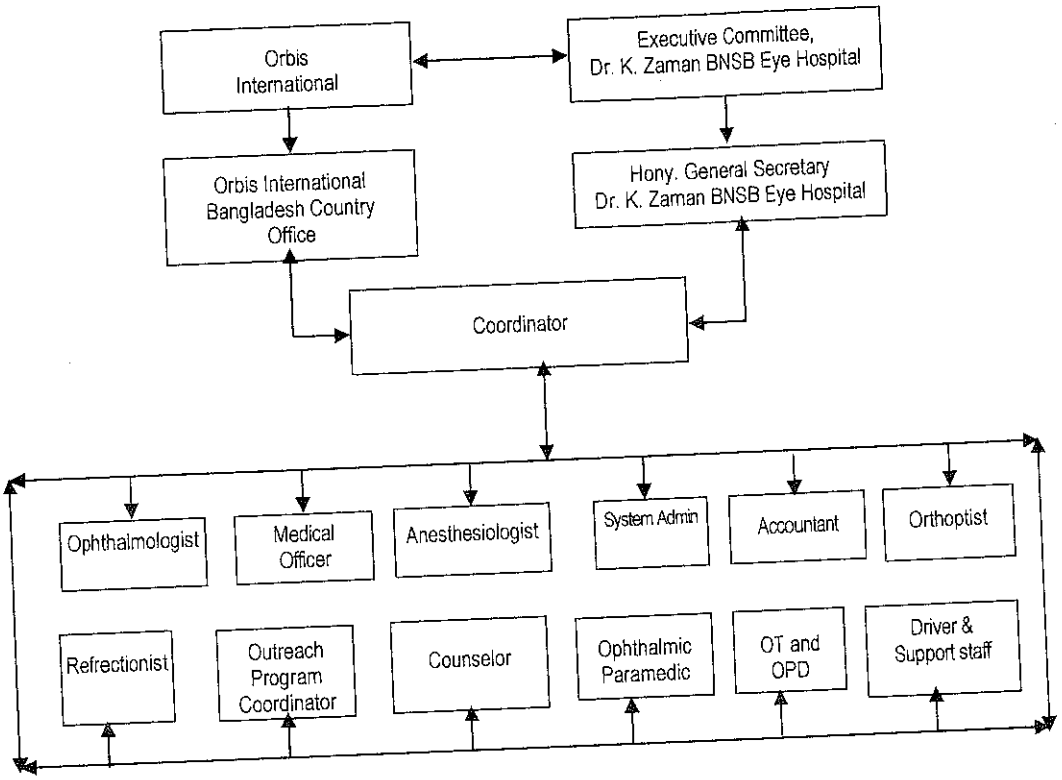

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন

(অ) শিশু, কিশোর-কিশোরী বয়স্কদের চক্ষু স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বাছাই কার্যক্রম:

বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে চোখের দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি অন্ধত্বের দ্বিতীয়তম সর্বোচ্চ কারণ। শিশুদেরকে অন্ধত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে তাদেরকে কর্মক্ষম করে দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট রাখার প্রত্যয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমন্বিত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের চক্ষু স্বাস্থ্য পরিক্ষা ও বাছাই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। শিশুরা যেন সহজভাবে চক্ষু পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারে সে প্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত স্থানীয় এলাকার শিক্ষক ও সমাজ সেবকদের সহযোগিতায় সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে স্ক্রীনিং কার্যক্রমের জন্য কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচন করা হবে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণরত ছাত্র-ছাত্রীসহ এলকার বয়স্কদের চক্ষু স্বাস্থ্য পরিক্ষা, রিফ্রেকশনের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিশক্তি সংশোধন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ঔষধ, চশমা প্রদান করা হবে। তাছাড়াও যে সমস্ত শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি চক্ষু ছানি রোগে আক্রান্ত তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি বেস হাসপাতালে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ বিনা খরচে চোখের ছানি অপারেশন করে কৃত্রিম লেন্স সংযোজন পূর্বক অন্ধত্বের হাত থেকে মুক্ত করা হবে এছাড়াও চক্ষু রোগীদের মধ্যে ট্যারা চক্ষু রোগীসহ অন্যান্য জটিল রোগীদেরকে প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসা ও অপারেশনের জন্য ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি বেস হাসপাতালে রেফার্ড করা হবে।

(আ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

প্রকল্প এলাকায় কর্মরত সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদেরকে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীগণ ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহারের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

(ই) ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম:

প্রকল্প এলাকার মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হবে। ফলে তাদের মাধ্যমে এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় প্রাথমিক চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সেবা প্রাপ্তি স্থান অবহিত হবে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণের জন্য চক্ষু চিকিৎসাসেবাকেন্দ্রে চক্ষু সমস্যাগ্রস্ত রোগীদেরকে রেফার্ড করতে পারবেন।

(ঈ) টেলিমেডিসিন কনসালটেশন সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম:

প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত ভিশন সেন্টারের ডিজিটাল প্লাটফরম এর সাথে বেইস হাসপাতালের সংযোগ ঘটিয়ে ভিশন সেন্টারে আগত রোগীদেরকে সরাসরি কনসালটেশন ও চিকিৎসা প্রদান করা হবে।

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন - প্রযোজ্য নহে

গ. সংলগ্নী -'খ'-তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন - সংযুক্ত

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণায়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন - প্রযোজ্য নহে
অ) টাকার পরিমাণ - প্রযোজ্য নহে

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি - প্রযোজ্য নহে

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে) - প্রযোজ্য নহে

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুণ - প্রযোজ্য নহে

ঙ. নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী- 'গ'-তে প্রদান করুণ - প্রযোজ্য নহে

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী -'ঘ'-তে প্রদান করুণ - সংযুক্ত

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুণ

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে শেরপুর জেলার চক্ষু রোগীদের চক্ষু স্বাস্থ্যসেবার জন্য অত্র ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের সাথে একটি সরাসরি সেবাগ্রহনের যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে পরিহার যোগ্য অন্ধত্ব নিবারণে সামগ্রিকভাবে অবদান রাখবে।
এ প্রকল্পটি সমাপ্তির পর আশাকরা যায় যে, ডাঃ কে. জামান ময়মনসিংহ বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল চক্ষু স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্ব ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষায় স্বচেষ্ট থাকবে যা এই প্রকল্পের মাধ্যমে আহরণ করা হয়েছে। যেমন- প্রচার, প্রচারণা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র ও প্রান্তিক বৃহত্তর জনগোষ্টির সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা ঃ

ক. **প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ**

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড (বিএনএসবি) ১৯৭২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৯ বছর ধরে এ পর্যন্ত অন্ধত্ব নিরসনে বাংলাদেশ থেকে অন্ধত্ব নিবারণ ও নিরাময় কর্মসূচী সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮২ সালের ১ লা জানুয়ারী থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার (নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ) জনগনের মধ্যে চক্ষু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। যা বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ। দীর্ঘদিন যাবত এই ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত বিধায় অত্র কর্ম এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের অনেকেই অবহিত রয়েছেন। স্বল্পতম ও বিনা খরচে উপযুক্ত সেবা প্রদানে বর্তমানে হাসপাতালটি অত্র অঞ্চলে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

খ. **অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুণ।**

ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি চক্ষু হসপিটাল জেলায় সরকারী, বেসরকারী ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে গঠিত "ভিশণ -২০২০" জেলা কমিটির সদস্য সচিব, যাহাতে সিভিল সার্জন ময়মনসিংহ মহোদয় আহ্বায়ক।

গ. **প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনাঃ**
প্রযোজ্য নহে

ঘ. **সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)ঃ**

ক্র..নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	হ্যাঁ	
২	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
৩	বার্ষিক প্রতিবেদন	হ্যাঁ	
৪	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	হ্যাঁ	
৫	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	হ্যাঁ	
৬	প্রকল্পের output details	হ্যাঁ	
৭	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	হ্যাঁ	
৮	সংস্থার নির্বাহী কমিটির তথ্যাবলি	হ্যাঁ	
৯	যোগাযোগ মাধ্যম: টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি	হ্যাঁ	
১০	তথ্য কর্মকর্তা	হ্যাঁ	
১১	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	হ্যাঁ	

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL ১১

১০. **প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুণ ঃ**

ক. **সংলগ্নী- 'ঙ'** তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুণ - **প্রযোজ্য নহে**

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে - **প্রযোজ্য নহে**

গ. **সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ ঃ**

এই প্রকল্পটি একটি নতুন প্রকল্প। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পাশাপাশি চক্ষুরোগীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় (National Eye Care Plan, Bangladesh) যে, যদিও আনুপাতিক হারে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জন্মহার কমেছে কিন্তু সামগ্রিক জনসংখ্যার হার ক্রমবৃদ্ধিমান। যার ফলে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় আনুমানিক ১৮ কোটিতে উন্নীত হবে। যার মধ্যে ৩০ উর্ধ্ব বয়সের মানুষ মোট সংখ্যার প্রায় অর্ধেক হবে। ফলে অন্ধত্বের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। যদি অন্ধত্ব নিবারণে সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায়, তবে ভবিষ্যতে অন্ধত্বের সংখ্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

বাংলাদেশে জাতীয় অন্ধত্ব ও ক্ষীণদৃষ্টি জরীপ ২০০০ অনুযায়ী বয়স অনুপাতে অন্ধত্বের প্রার্দুভাব ১.৫ শতাংশ। ৮০ শতাংশ অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানিজনিত রোগ। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় (National Eye Care Plan, Bangladesh) যে,

- বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার অন্ধ লোক রয়েছে যাদের বয়স ৩০ বা তার উর্ধ্বে এবং প্রতিবছরই এই সংখ্যার সাথে নতুন করে আরও ৬০ হাজার যোগ হচ্ছে।
- এছাড়াও ৩৩ লাখ বয়স্ক মানুষ অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি বয়ে বেড়াচ্ছেন।
- ১৩ লাখ শিশু অসংশোধিত দৃষ্টিশক্তির ত্রুটিতে ভোগছে।
- অন্ধত্বের প্রধান কারণ ছানি এবং ছানির কারণে অন্ধত্বের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার জন, যা মোট অন্ধত্বের প্রায় ৮০%।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দেশে প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ছানিজনিত অন্ধরোগী রয়েছে। প্রতি বছর আরও প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক ছানিজনিত কারণে নতুন করে দৃষ্টিহীন হয়। কিন্তু প্রতিবছর এক লাখ ২০ হাজার ছানিজনিত রোগীর অপারেশন হয়, যা প্রতি বছর নতুনভাবে যোগ হওয়া ছানি রোগীর চেয়ে কম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, বিদ্যমান ৬ লাখ ৫০ হাজার অন্ধত্ব রয়েই যাচ্ছে, পক্ষান্তরে নতুন করে আরও প্রায় ১০ হাজার রোগী এর সাথে যোগ হচ্ছে। ফলে দেশ বিপুল সংখ্যক লোকের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এ লোকগুলো সম্পদে পরিণত না হয়ে দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে মোট অন্ধতের প্রায় ৮০% ছানিজনিত কারণে হয়ে থাকে, যা উপযুক্ত অস্ত্রপচার বা অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। খুবই স্বল্প ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। ছানি অপারেশনের পর একজন মানুষ আবার তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে নিজেকে কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে, যা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের দেশে বর্তমানে ছানি অপারেশনের হার প্রতি বছর প্রতি দশ লাখে মাত্র ১,৯৮৬ টি। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আমরা যদি এ ছানি অপারেশনের হার প্রতি বছর প্রতি দশ লাখে ৩ হাজার এ উন্নীত করতে পারি তবে আমাদের বিপুল সংখ্যক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। ফলে দেশ সামগ্রিকভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিসরে নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত হবে এবং তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমবর্ধমান চক্ষু রোগীদের চিকিৎসাসেবা অব্যাহত রাখতে প্রকল্পটির ৫ম ফেইজ সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

১১. **প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান ঃ**

ক.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	ঃ	১,৯০৬,০৮০ (টাকা)
খ.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ীয় মুদ্রায় অনুদান	ঃ	- (টাকা)
	প্রাক-মোট ঃ		১,৯০৬,০৮০ (টাকা)
গ.	স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব)	ঃ	- (টাকা)
ঘ.	স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস্য থেকে)	ঃ	- (টাকা)
	প্রাক-মোট ঃ		- (টাকা)
	সর্বমোট ঃ		= ১৯,০৬০৮০ (টাকা)

ঙ. **স্থানীয় অনুদানের উৎস্য সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা ঃ (প্রযোজ্য নহে)**

BR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট
১.০০	**বেতন ও ভাতাদি:**			
১.০১	প্রকল্প কর্মচারীদের বেতন (দেশী)		১৫০,০০০	১৫০,০০০
	মোট (০১.০০)ঃ		১৫০,০০০	১৫০,০০০
২.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
২.০১	ভ্রমণ/দৈনিক ভাতা ব্যয় (অভ্যন্তরীণ)		৩৫,০০০	৩৫,০০০
২.০৩	ভাড়া - অফিস		৫৪,৬০০	৫৪,৬০০
২.০৭	বিদ্যুৎ		৯,৮০০	৯,৮০০
২.১৫	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস		২৫,২০০	২৫,২০০
২.৩০	টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট		৮০,০০০	৮০,০০০
২.৪৯	প্রশিক্ষণ এবং ওরিয়েন্টেশন সংক্রান্ত ব্যয়		১১৫,০০০	১১৫,০০০
২.৬১	চিকিৎসা ব্যয়		১,৪৩০,০৮০	১,৪৩০,০৮০
২.৬৮	অন্যান্য ব্যয়		৬,৪০০	৬,৪০০
	মোট (০২.০০)ঃ		১,৭৫৬,০৮০	১,৭৫৬,০৮০
৩.০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ:**			
	মোট (০৩.০০)ঃ		০	০
৪.০০	**মূলধন ব্যয়:**			
	মোট (০৪.০০)ঃ		০	০
	সর্বমোটঃ (০১.০০+০২.০০+০৩.০০+০৪.০০)ঃ		১,৯০৬,০৭৯	১,৯০৬,০৮০

টিকা ঃ

(ক) দাতা সংস্থা অনুমোদিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। Economic Code থেকে খরচের খাত বাছাই করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

(খ) সংলগ্নী-'চ'-তে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে। প্রযোজ্য নহে

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী- 'ছ' তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপুঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে। সংযুক্ত

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন ঃ

ক্র.নং	খাত	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট
২.০০	**সরবরাহ ও সেবা:**			
২.০৭	বিদ্যুৎ			৯,৮০০
২.১৫	প্রিন্টিং ও স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্পস			২৫,২০০
২.৩০	টেলিফোন/টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট			৮০,০০০
২.৬৮	অন্যান্য ব্যয়			৬,৪০০
	মোট (০২.০০)ঃ			১২১,৪০০
৩.০০	**মেরামত ও সংরক্ষণ:**			
	মোট (০৩.০০)ঃ		০	০
৪.০০	**মূলধন ব্যয়:**			
	মোট (০৪.০০)ঃ		০	০
				১২১,৪০০

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত ঃ ৬ ঃ ৯৪

BR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL ১৩

১৪. **পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা ঃ**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই বাংলাদেশে শিশু অন্ধত্বের প্রকোপ ০.৭৫ / ১,০০০। বাংলাদেশে প্রায় ৫১,২০০ অন্ধ শিশু রয়েছে এর মধ্যে শতকরা ৩১ জন ছানি জনিত কারণে অন্ধ। অপারেশনের দ্বারা এই অন্ধত্ব নিরাময় করা সম্ভব। রোগ বিস্তার সংক্রান্ত বিদ্যা অনুযায়ী অনুমান করা হয় বাংলাদেশে প্রতি দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৩০০ জন্য অন্ধ শিশু রয়েছে।

প্রাপ্ত জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ শিশু আছে। এর মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ শিশুর দৃষ্টি ত্রুটি রয়েছে এবং ৫১,২০০ শিশু অন্ধ এর মধ্যে ২০,৪৮০ জন শিশুর অন্ধত্ব প্রতিরোধযোগ্য (বাংলাদেশ শৈশবে অন্ধত্ব সমীক্ষা ২০০২)। উপরন্তু, প্রায় ১,৫৩,৬০০ শিশুরা স্বল্প দৃষ্টি রোগে ভুগছে যার মধ্যে ৭৮,৩৩৬ শিশুর ক্ষেত্রে এই স্বল্প দৃষ্টির সমস্যা প্রতিরোধযোগ্য। এই শিশুরা মৌলিক চক্ষু সেবা থেকে বঞ্চিত এবং এর কারণে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল আই কেয়ার প্ল্যান সারা দেশে ১৬টি বিশেষায়িত শিশু চক্ষু সেবা দান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে, সুপারিশে প্রতিটি বিভাগের অন্তত একটি বিশেষায়িত শিশু চক্ষু সেবা কেন্দ্র থাকা বাঞ্ছনীয়। এই চক্ষু সেবা কেন্দ্র গুলো নেটওয়ার্ক তৈরীর মাধ্যমে দেশের অন্তত ৫০ শতাংশ শিশু চক্ষু চিকিৎসা সেবা পেতে পারে।

তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন সময়ে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে তাদের অংশগ্রহণ হবে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি ইতিবাচক প্রভাব। যা হবে এই গৃহিত প্রকল্পেরই একটি অবদান। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা নেই।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ঃ ০৪ জন

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকান্ডের ফলে (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা		০১
দক্ষ		০১
অদক্ষ		০২

নাম ঃ শরীফুজ্জামান পরাগ
সমন্বয়কারী

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

স্বাক্ষর ঃ
(প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার)
ঠিকানা ঃ ১৯৩, সেহড়া-ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ - ২২০০
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

স্বাক্ষর ঃ
(সংস্থার প্রধান নির্বাহীর)
ঠিকানা ঃ ১৯৩, সেহড়া-ধোপাখলা রোড, ময়মনসিংহ - ২২০০
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

সংলগ্নী- 'ক'

পার্টনার এনজিও 'র বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক] **(প্রযোজ্য নহে)**

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) ..... খ).....			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ **এ. কে. এম. রফিক হাসনাত**
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

সংলগ্নী- 'খ'

১. **প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) ঃ (সংযুক্ত)**

ক্র. নং	নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব সমূহ	বেতন-ভাতাদি	
							এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
১								

টিকা ঃ

বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভূক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাস ভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভূক্ত হবে।

২. **প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নোলিখিত তথ্য উল্লেখ করুণ ঃ প্রযোজ্য নহে**

	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩	
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বেতনভাতা সমূদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।				
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।				
তাঁর TIN নম্বর কত?				

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ **এ. কে. এম. রফিক হাসনাত**
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

সংলগ্নী- 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা) -- **(প্রযোজ্য নহে)**

ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)

খ) প্রকৌশল ডিজাইন

গ) নির্মাণের লে-আউট

ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

সংলগ্নী-'ঘ'

খাত ও উপ-খাতের তালিকা
(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ (হাজারে)	
		প্রকল্প বর্ষ	সর্বমোট
		০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১	
১০০	**স্বাস্থ্যঃ**	১,৭৯১,০৮০	১,৭৯১.০৮০
১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা		
১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম		
১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি		
১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ		
১০৫	আইইসি (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)		
১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা	১১৫,০০০	১১৫.০০০
১০৭	গবেষণা, জরিপ/ ,প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স ,সেমিনার		
১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
২০০	**পরিবার পরিকল্পনাঃ**		
২০১	নন-ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ		
২০২	ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ		
২০৩	গবেষণা ,জরিপ/ , প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স ,সম্মেলন		
২০৪	আইইএম (তথ্য, শিক্ষা এবং প্রচারণা)		
২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
৩০০	**জনস্বাস্থ্যঃ**		
৩০১	পানি (গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ ইত্যাদি হার্ডঅয়ার)		
৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)		
৩০৩	আর্সেনিক		
৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন		
৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন		
৩০৬	আইইএম (তথ্য ,শিক্ষা এবং প্রচারণা)		
৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম		
৪০০	**শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতিঃ**		
৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা		
৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা		
৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা		
৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা		
৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম		
৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি		
৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি		
৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি		
৫০০	**সমাজ কল্যাণঃ**		
৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি		
৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি		
৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি		
৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন		
৫০৫	বয়স্ক পুর্নবাসন কর্মসূচি/ নিবাস		
৫০৬	দুঃস্থদের জন্য পুর্নবাসন কর্মসূচি		
৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার		
৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি		
৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম		

BR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

৬০০	**মহিলা ও শিশু বিষয়কঃ**		
৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা		
৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেন্ডার		
৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম		
৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি		
৬০৫	এসিড ও অগ্নিদগ্ধ আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুর্নবাসন		
৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ		
৬০৭	নারী ও শিশু পাচার		
৬০৮	আইইসি কার্যক্রম		
৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম		
৬০১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম		
৭০০	**আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রঃ**		
৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম		
৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি		
৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম		
৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র		
৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম		
৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচী		
৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত		
৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচী		
৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম		
৮০০	**নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিতঃ**		
৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম		
৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির শিক্ষা		
৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা		
৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন		
৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ড় অন্যান্য কার্যক্রাম		
৯০০	**কৃষি, গেঢ়, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ**		
৯০১	কৃষি উন্নয়ন		
৯০২	গেঢ় ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত		
৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম		
৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম		
৯০৫	গবেষণা/জরিপ/, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/কনফারেন্স/সভা		
৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম		
১০০০	**দূর্যোগ, ত্রাণ ও পুর্নবাসন এবং গৃহায়নঃ**		
১০০১	দুর্যোগ মোকাবেলা ও প্রশমন		
১০০২	পুর্নবাসন কর্মসূচী (জীবিকা)		
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচী (অবকাঠামো)		
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচী		
১০০৫	দূর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচী		
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মান কর্মসূচী		
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দূর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম		

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

সংলগ্নী- 'ঙ'

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন
(পরিপত্র-২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৭ 'গ' মোতাবেক প্রয়োজন)- (প্রযোজ্য নহে)

প্রকল্পের নাম ঃ

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ ঃ

প্রকল্প মূল্য ঃ

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

সংলগ্নী- 'চ'

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ (প্রযোজ্য নহে)

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	সর্ব মোট			

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা ঃ (প্রযোজ্য নহে)

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা ঃ (প্রযোজ্য নহে)

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুণ।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

সংলগ্নী- ছ

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপুঞ্জি

ক্র. নং	শিরোনাম/বিষয়	সময় কাল	স্থান	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
১	সমাজভিত্তিক চক্ষু স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদেরকে ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করার মাধ্যমে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	আগষ্ট ২০২১	ডাঃ কে. জামান বিএনএসবি আই হসপিটাল, ময়মনসিংহ	১	১০ জন	৭০,০০০	০৬ (ছয়)দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ
২	প্রকল্প এলাকার সম্মূখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন।	সেপ্টেম্বর ২০২১	প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা কেন্দ্র, নকলা, শেরপুর	১	৩০ জন	১৫,০০০	০১ (এক)দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন।
৩	প্রকল্প এলাকার সম্মূখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন।	অক্টোবর ২০২১	ভিশন সেন্টার, শ্রীবর্দী, শেরপুর	১	৩০ জন	১৫,০০০	০১ (এক)দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন
৪	প্রকল্প এলাকার সম্মূখসারীর স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধিদেরকে চক্ষুস্বাস্থ্যসেবার উপর ওরিয়েন্টেশন।	নভেম্বর ২০২১	ভিশন সেন্টার, শেরপুর সদর	১	৩০ জন	১৫,০০০	০১ (এক)দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত
পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক
তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

বিঃ দ্রঃ এফডি-৬ -এর প্রতি পাতায় নির্বাহী প্রধান/ তার প্রতিনিধির স্বাক্ষর থাকতে হবে।

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL ২০

সংযুক্তি - খ

১.প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) ঃ

ক্র.নং	নাম	পদবী	জাতীয়তা	সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব সমূহ	বেতন-ভাতাদি		
								এই প্রকল্প হতে		অন্যান্য প্রকল্প হতে
								২০২১ (জুন:-ডিসেঃ)	সর্বমোট	
১	মোঃ মিজানুর রহমান	অফথালমিক এসিস্টেন্ট	বাংলাদেশী	৭ মাস	এইচ.এস.সি	রিফ্রাকশন ট্রেনিং	হাসপাতালে ও চক্ষু শিবিরে ভিজ্যুয়াল এ্যকুইটি কারেকশন	৮৮,২২০	৮৮,২২০	প্রযোজ্য নহে
২	মোঃ আনিসুর রহমান	রেজিস্ট্রেশন সহকারী ও সেলসম্যান	বাংলাদেশী	৭ মাস	এইচ.এস.সি	রোগীদের নাম রেজিস্ট্রেশন,ঔষধ ও চশমা বিক্রয়ের উপর কাজের অভিজ্ঞতা	রোগীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করা,ঔষধ ও চশমা বিক্রয় করা।	২৮,৮৩০	২৮,৮৩০	"
৩	মোঃ জুম্মন আহমেদ	অফিস পিওন-কাম-গার্ড	বাংলাদেশী	৭ মাস	এইচ.এস.সি	অফিসের দাপ্তরিক কাজে অভিজ্ঞ।	অফিসের বিভিন্ন কাজ ও পাহারা দেওয়া।	২৪,৭১৩	২৪,৭১৩	"
৪	মিসেস রীতা বেগম	ক্লিনার (পার্ট টাইম)	বাংলাদেশী	৭ মাস	অষ্টম	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে অভিজ্ঞ	অফিস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ	৮,২৩৮	৮,২৩৮	"
							সর্বমোট বার্ষিক বেতন ঃ	১৫০,০০০	১৫০,০০০	

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম ঃ এ. কে. এম. রফিক হাসনাত

পদবী ঃ অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক

তারিখ ঃ ২৪ জুন ২০২১

DR. K. ZAMAN BNSB EYE HOSPITAL

orbis

June 01, 2021

Mr. A.K.M. Rofiq Hasnat
Hony. General Secretary
Dr. K. Zaman BNSB Eye Hospital
193, Shehora Dhopakhola Road
Mymensingh-2200
Bangladesh

Sub: Letter of Intent (LOI)

Dear Mr. A.K.M. Rofiq Hasnat,

This is our pleasure to inform you that Bangladesh program for Project Orbis International, Inc. has decided to support to "Dr. K. Zaman BNSB Eye Hospital" to implement the project "District Refractive Error and Eyecare Search and Treat Initiative (DRESTI)". This support will be provided for the period from 01 June 2021 to December 31, 2021.

The disbursement of financial support to Dr. K. Zaman BNSB Eye Hospital for implementing this project is subject to the availability of funds from "Project Orbis International, Inc", and necessary approval from NGO Affairs Bureau. In this regard, we expect that Dr. K. Zaman BNSB Eye Hospital will obtain all necessary permission from the NGO Affairs Bureau, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh.

Year-wise breakup of the budgeted amount is as follows:

Year	Amounts (in BDT)	Amounts (in USD)@ 83.27
01 June 2021- December 31, 2021	1,906,080	22,890
Total	1906,080	22,890

Total: Taka Nineteen lac six thousand eighty only

Sincerely yours,

Dr. Munir Ahmed
Country Director
Project Orbis International, Inc.
Bangladesh Country Office

Esprit, Apt – A4
Plot 24, Road 130, Gulshan 1
Dhaka 1212, Bangladesh

www.orbis.org
T. +88 02222298033, 02222260050
F. +88 02222284702